ফুল।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঘোষাল-
প্রণীত।



"শ্মশানেও ফোটে ফুল সুগন্ধি সুন্দর,
কোকিলও কাল পাখী গায় মনোহর।

কলিকাতা,
বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭ নং ভবনে,
বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত। A.R.
১৩১২



সন্তাপ! চির সহচর! তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন; প্রীতি অঙ্কুর নীরস করিয়াছ, ভাব মুকুল বিশুষ্ক করিয়াছ। এ নীরস তরুর শুষ্ক 'ফুল' কে লইবে?—তুমিই লও।

সন্তাপ, তুমি আমার শৈশবের সরল হৃদয়ে কতই ব্যথা দিয়াছ, কৈশোরের উজ্জ্বল হৃদয়কে ঘোর অন্ধকারময় করিয়াছ, যৌবনের কোমল হৃদয়কে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন করিয়াছ; বার্দ্ধক্যের হতাশ হৃদয়কে কিরূপ করিবে—তুমিই বলিতে পার।

সন্তাপ, তুমি চিরসুখী ব্যক্তিকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইতে পার, জনস্থানকে ভীষণ শ্মশান করিতে পার, প্রণয়ীকে বিরহানলে দগ্ধ করিতে পার; আমার কৈশোর-হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত এই 'ফুল'টী লইয়া কোন নীরস প্রাণে বাসন্তিক ভাবের সমাবেশ করিতে পার কিনা, দেখিও।

গ্রন্থকার।



প্রাণের কথা।

হায় সখি!
প্রাণে যত ভালবাসা সমুদায় দিয়ে
গড়িনু প্রাণের প্রাণ চিরদিন ধরি,
পুষিলাম ভালবাসা সেবায় সেবিয়ে,
সাজালাম ভালবাসা মাখিয়ে যাহায়
হায় সখি এতদিনে—
অভাগী কেমনে বল ভুলিবে তাহায়?

যে চারু কুসুমে সখি মাথায় ধরিয়া,
আমোদিত ছিনু সদা সৌরভে যাহার,
হৃদয়ে রেখেছি যায় শতেক চুমিয়া,
পিরীতি গলিত প্রাণে পাষাণে গড়িয়া
বল সখি বল বল
কেমনে পাষাণ হয়ে রহিব ভুলিয়া ?

যে চাঁদে অমিয় পানে চকোরীর মত
অনুরাগে এ অভাগী ঊর্দ্ধমুখী সদা,
যাহার বিরহে হায় কাতরা সতত,
চিরদিন যার তরে কাঁদে মন প্রাণ
হায় সখি একবারে
কেমনে সে ভুলে রবে সে বিধু-বয়ান ?

হায় সখি,
হৃদয়-সরসী মাঝে খেলে যে মরালে
কমল কোরক লয়ে প্রেমনীরে ভাসি,
গলায় তুলিয়া লয় এ ভুজ-মৃণালে,
নিত্য নব প্রেম খেলা খেলে যেই হায়
বল সখি কোন্ প্রাণে
কেমনে মরালরাজে দিবলো বিদায় ?

সখিরে।

যে ফুল্ল কুসুম-হৃদে মধুকরী মত
হাসিতে মিলিয়ে হাসি বসি দিবারাতি
করেছি লো মন ভোরে মধুপান কত,
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা না যাইতে তার
বল সখি পারি কিলো
সহিতে, দেখিয়া তার দুখে মুখ ভার ?

প্রফুল্ল সরোজ-হৃদে যেই মধুকরে
প্রেম-বিগলিত-দেহে করিতে বিহার
মধুপানে বসে সদা হসিত অধরে,
অভিমানে কতদিন যে ধরেছে পায়
আজ বল কোন্ প্রাণে
ফেলিব দারুণ বাজ তাহার মাথায় ?

কোন দিন মধুকর যদি মধুপানে
আসিয়া বিমুখ হয়ে ফিরাত বদন
চুম্বদানে ঘুচাতাম ঘোর অভিমানে,
বসাতাম পাতি দিয়া হৃদয় আসনে,
বল সঁখি বল দেখি
আজিলো সেদিন বল ভুলিব কেমনে ?

ছিল যবে সে আমার বিজনে শয়নে,
বিষম ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে,
ধীরি ধীরি বসেছিনু চুমিয়া বদনে,
আঁখি মেলি গলে ধরি দিলে শোধ তার

বল সখি এ জনমে
কেমনে ভুলিব তারে বলিতে 'আমার' ?

ললাটের স্বেদবিন্দু বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে
মুছাইনু কত যত্নে গলদেশ ধরি,
তোষিনু যাহার মন বদন চুমিয়ে,
এমন হৃদয়-নিধি যতনের ধনে
জনমের মত সখি
হৃদয় হইতে ছাড়া করিব কেমনে ?

শোকের তুফানে পড়ি যদি কোন দিন
অবিরল আঁখিনীরে ভাসে লো হৃদয়
বিষম দুঃখের ভারে বদন মলিন,
আঁখিনীরে আঁখিনীর মিশিয়ে যে জন
কেমনে ভুলিব তারে ?
হৃদয়ের দুখরাশি যে করে মোচন।

পীড়ায় কাতরা হয়ে আঁখি দুটী মীলি,
ছিলাম যখন শুয়ে অচেতন হয়ে,
শিয়রের পাশে ব'সে পেয়ে নিরিবিলি—
সতত নয়ন-নীরে ভাসাত হৃদয়,
বল সখি কোন্ প্রাণে
কেমনে পাষাণী হয়ে ভুলি সে সময় ?

যাহার মুখের হাসি সতত দেখিতে
চরণে ধরেছি কত, হলে অভিমানী,
সরমের মাথা খেয়ে যাহারে সাধিতে,
ভালবাসা দিয়া সদা পূজিয়াছি যায়
আজি বল কোন্ প্রাণে
ধূলার মতন তারে ঠেলিব লো পায় ?

যে আমার কল্পতরু বাসনা-পূরণে
না চাহিতে আগে যেই করে প্রেমদান,
বিলাসের ছবি যেই অভাগীর মনে,
হাত মুখ হৃদি পাতি যাহা চাই, পাই ;
কেমনে ভাবিব সখি
আমি আর নই তার, সে আমার নাই ?

শিখিনী সুখিনী যথা শুনে মেঘধ্বনি
চাতকী আমোদে যায় বারিধারা পানে,
শুনিয়া অমিয়বাণী, মাণিকের খনি—
দেখিতে যে মুখ-শশী ব্যাকুলিত প্রাণ,
বল সখি! বল বল
কেমনে ভুলিবে দাসী সে চাঁদ বয়ান?

কেমনে ভুলিব তারে? পারি না ভুলিতে,
হৃদয় যাহার তরে ব্যাকুল সতত,
মনে হলে বুক ফাটে যাহারে ছাড়িতে;
যায় কুল—যায় মান ছাড়িব না আর
শোন সখি এ অভাগী
চিরদাসী হয়ে পদ সেবিবে তাহার।



প্রেমের চুম্বন।

সুনীল আকাশে শশী সুবিমল,
সাগরের গলে শুভ্র ঊর্ম্মিদল,
সরোবর মাঝে কম কুবলয়,
নদীকূলে শ্যাম নব শষ্পচয়,
বসন্তে পূর্ণিমা কোকিলের ভাষ,
রতি-রতাধরে মৃদু মৃদু হাস,
বিরহিনী-ম্লান-মুখে কি শোভে এমন ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।

পরের ললনা নেহারি নয়নে,
যদি বঁধু কভু হাসে তার সনে,
যদি কথা কয়, যদি ফিরে চায়,
যদি বা তাহার রূপ গুণ গায়,
রাহুগ্রস্ত হায় মুখ-শশধর !
নীরবে কাঁদিয়া ভিজায় অম্বর।
কিবা তার মর্ম্মপীড়া করে নিবারণ ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।

প্রবাসে গিয়াছে যার প্রাণধন,
শূন্য পড়ে আছে হৃদি-নিকেতন,

নিয়মিত দিন হইলে বিগত,
যদি প্রাণপাখী নহে সমাগত,
শয়ন ভোজন বিরাম ত্যাগিনী,
দিনমণি বিনা মুদিত নলিনী।
মুদিত কমলে কিবা ফুটায় তখন ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।

নিশায় আকাশে শশী সমুদিত,
খেলে কুমুদিনী হয়ে বিকসিত,
যদি শশধর দিবাভাগে চায়,
যদি কুমুদিনী নাহি তোষে তায়,
অভিমানে বঁধু হয় নিমগন,
নাহি কথা কয় ফিরায় বদন,
তোষে তারে রমণীর আছে কিবা ধন ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।
যদি পুষ্পবতী* হয়ে কমলিনী
অলি সহবাস নহে আকাঙ্ক্ষিণী,

স্ত্রীপক্ষে	পুষ্পপক্ষে
* পুষ্পবতী—ঋতুমতী	পুষ্পবিশিষ্ট।
কমলিনী—পদ্মিনী স্ত্রী	পদ্মিনী
মধুকর ও অলি—কামুক	ভ্রমর

যদি মধুকর   মধু পিপাসায়,
গুন্ গুন্ রবে   তার কাছে যায়,
করে মধুপান   না মানি বারণ,
অভিমানে ঢাকে   নলিনী আনন।
হাসায় তখন তারে কি আছে এমন ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।

নাহি ডরি কভু   করাল শমনে,
অন্তে যদি পাই   প্রেমের চুম্বনে ;
নাহি ডরে সেও   ভীষণ মরণে,
অন্তে যদি পায়   প্রেমের চুম্বনে ;
দুঃখ সুখময়,   ভীতি প্রীতিময়,
বিষ সুধা যাহে,   ঘৃণা স্পৃহাময়,
শকতি দুর্ব্বল মনে দিতে কি এমন ?
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমেরি চুম্বন।



নলিনী কেতকী ও অলি।

বিমল সলিল মাঝে কে তুমি রূপসি !
ছড়াইয়া রূপরাশি, ছড়াইয়া মধু হাসি
হাসাইছ দশ দিশি সরোবরে বসি ?
হৃদয়ে মধুর রাশি করেছ ধারণ,
তুমিলো নলিনী বুঝি রমণী রতন ?

কে বলে তোমায় ধনি, তুমি দ্বিচারিণী ?
অবরোধে যে ললনা পতি পাশে বিবসনা
সতত সহাস-মুখী রতি আকাঙ্ক্ষিণী,
আড়'লে পুরুষে যদি নিরখে তাহারে,
কলঙ্কিনী বলি ধনি, কেবা দোষে তারে ?

পলাশে আবরি থাক আপন বদন,
গুন্ গুন্ রব তুলি যবে পতি আশে অলি,
হৃদয়ে বসাও খুলি বুকের বসন,
মধুকরে আলিঙ্গনে মধু কর দান,
প্রেমের তরঙ্গ ভরে সদা ভাসমান।

দূরদেশে থাকি রবি—তৃষিত নয়ন,
সরোবরে পতিসনে, যবে রত আলাপনে,
আবেশে অবশ-হৃদি হওলো যখন,

সংগোপনে অন্তরালে করে বিলোকন—
তোমার সে হাব ভাব, ও চারু বদন।

দিবসে মুদিতা * তুমি মীলিতা নিশায়,
তাই দেখে বুঝি ধনি, সবে বলে কলঙ্কিনী,
হবে না ব্যথিতা তুমি ও ছার কথায়,
নিশায় মুদ্রিতা—অলি গেলে তেয়াগিয়া,
দিবসে মুদিতা বঁধু-মুখ নিরখিয়া।

একিলো নলিনি দেখি খুলিয়া বদন,
দেখিতেছ চারি ধার করি লাজ পরিহার,
প্রতীক্ষা করিছ বুঝি বঁধু আগমন,
ওই আসিতেছে অলি গুন্ গুন্ করি,
সাদরে বসাও কোলে নাথে গলা ধরি।

বায়ুভরে হেলে দুলে পক্ষ প্রসারিয়া,
আসে অলি সুমধুর গুঞ্জন করিয়া,
সাদরে নলিনী হৃদে করিয়া ধারণ
নিরখে সতত সেই নাথের বদন।

* মুদিতা...আনন্দিতা,...বিকশিতা।
মীলিতা...নিমীলিতা,...মুদ্রিতা।

অদূরে কেতকী এক ফুটিয়া কাননে
সুরভি সৌরভ ভারে, আমোদিয়া চারিধারে,
রূপের গরবে আছে অনত বদনে,
সৌরভ মাখিয়া গায় দিবস যামিনী।
ভুলায় অবোধ জনে সেই গরবিনী

কণ্টক কলঙ্কাময় মাঝে লুকাইয়া
মৃদু মৃদু হাসিতেছে, কতজনে হাসাতেছে
পত্র অবরোধে থাকি অন্তরাল দিয়া,
এই যা অলির মন করিল হরণ,
মনে মনে অলি এই করে আন্দোলন।—

"ছড়াইয়া রূপরাশি হাসিছে কেমন!
কুসুম কুলের সার, পূর্ণ-পরিমল-ভার,
কোমলতা-পূর্ণ সদা কেতকী রতন,
না কহিতে কথা আগে ডাকিছে সুন্দরী
আহা কি রূপের শোভা মরি মরি মরি।"

কে বলে পরের রামা রমণী-রতন!
প্রেয়সীর সুধামাখা, বস্ত্রে মুখ আধ-ঢাকা,
সতত-নর্ত্তন-পর যুগল নয়ন,
গলিত শরীর লতা প্রেম আলাপনে,
সে চাঁদমুখের হাসি নাহি যার মনে।

নাচেনা যাহার মন জায়াকণ্ঠ শুনি,
নাচেনা হরষে তার, কাঁদে না বিষাদে যার,
গলে না যাহার চিত, হলে অভিমানী,
পবিত্র প্রণয়ে নয় স্নিগ্ধ যার মন
সে বলে পরের রামা রমণী রতন।

কে বলে পরের রামা ললিত হসনা,
গলদেশ জড়াইয়া, কোলে জায়া বসাইয়া
প্রেমের চুম্বন দানে হসিত-বদনা—
দেখে নাই যেইজন প্রেমের নয়নে,
ললিত-হসনা সেই বলে অন্যজনে।

সে বলে পরের রামা ভালবাসাময়,
না ফুটিতে কথাচয়, আপনি সে কথা কয়,
না বাড়াতে কর-যুগ করে ধরি লয়,
না চাহিতে আগে সেই করে প্রেমদান,
না হাসিতে সদা তার হসিত-বয়ান।

কেতকীরে মনে অলি নাহি দিও স্থান,
যত চাও ভালবাসা, কোমল কণ্ঠের ভাষা,
যত চাও মধুহাসি প্রেমের আদান,
ভালবাস নলিনীরে প্রেমিক হৃদয়ে,
পাইবে সকল সুখ হৃদি বিনিময়ে।

কে চায় আপন জায়া পর-গতা হতে?
হাসাইতে মধুহাসি, দেখাইতে রূপরাশি
—অন্যজনে কেবা বল চায় ইচ্ছামতে,
কেবা চায় কোন্ কালে প্রেয়সীর মনে
গলাইতে অন্যজন-প্রেম-আলাপনে?

কে না চায় প্রেয়সীর সতীত্ব রতন?
কে না চায় সে আমার, আমিই হৃদয়ে তার,
আমি বিনা হৃদে নাহি থাকে অন্যজন,
আমার কথায় যেন সময় কাটায়,
অবসরে রত থাকে আমার চিন্তায়?

নলিনী যেমন তব আদরের ধন,
সেরূপ রমণী জন, পতির যতন ধন,
তুমিও নলিনী কাছে নিশ্চয় তেমন,
যেওনা যেওনা তুমি কেতকী সদনে,
দিওনা দিওনা ব্যথা নলিনী জীবনে,

বড়ই চঞ্চল চিত্তে বলে মধুকর—
"আহা কিবা পরিমল, বিতরিছে অবিরল,
কেতকীর রূপ-রাশি অতি মনোহর,
যে বলিবে যাহা, সব সহিব হৃদয়ে,
যাইব কেতকী পাশে প্রেমের আলয়ে।"

নলিনীর কোল ছাড়ি তুচ্ছ করি তারে,
উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে, মধুকর যায় ধেয়ে,
কেতকীর মধুপানে পতত্র-বিস্তারে,
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ কিন্তু হায় হায়!
নয়ন-যুগল অন্ধ কেতকী ধূলায়।।



প্রণয় পত্রিকা।

(নায়ক দর্শনান্তে নায়িকার প্রথম লিপি।)

যে শারদ শশী সুশীতল করে
বিলায় সবারে প্রেমের মালা,
যে বিমল চাঁদ অমিয় বিতরি
সোহাগে সরসে কুমুদ-বালা;

চকোর চকোরী সুধার আশায়
যে চাঁদের পানে চাহিয়া রয়,
যাহারে না দেখে মলিনা যামিনী,
অভাগী সে চাঁদে নিকটে পায়।

এ ক্ষুদ্র আলয়ে ও চাঁদ উদয়
কত ভাগ্য-বলে বলা না যায়,
সুর-পুরী মাঝে বসতি যাহার,
না জানি হেথা সে অসুখ পায়।

কুমুদিনী হাসে কৌমুদী মাখিয়া,
চকোরী যাহার অমিয় পায়,
সরমের কথা—হায় লাজে মরি
অভাগী নলিনী তাহারে চায়!

তা যদি না হবে—কেন বা নলিনী
বুক পেতে থাকে পাইতে তায়,
জগতের শোভা সুধাকর চাঁদে
কে না বা হৃদয়ে রাখিতে চায় ?

প্রার্থনা—আবার অভাগী আলয়
তব পদার্পণে পবিত্র হয়।
পবিত্র আকার দেখিতে সতত
নয়ন আমার চাহিয়া রয়।



প্রিয়তমার প্রতি পত্র।

চাতকে দারুণ পিয়াসা লেগেছে,
কেনরে নীরদ নীরবে রও ?
মধু-পানাশায় ভোমরা আকুল,
কেনলো নলিনি মুদিত হও ?

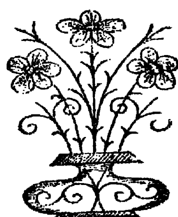
তব সমাগম হইবে বলে রে
জীবিত, পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,

তব মুখামৃত করিব রে পান
কোমল হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে।

যে দিন হেরিনু নয়নের ঠাম,
হৃদয়ে কমল, সহাস মুখ,
পিরীতি অমিয়ে মজিলরে মন,
সেদিন পাইনু কতই সুখ।

সুখ ত গিয়াছে, সে সুখের স্মৃতি
কেনরে জ্বালায় সতত মনে,
হয় ছেড়ে যাক্ এ ছার পরাণ,
নয় পাই তোমা হৃদয় ধনে।

সুখী হও তুমি চিরসুখে থেক
তোমার অসুখে অসুখ পাই,
সুধার আগার হৃদয় তোমার
হাসি হাসি মুখ দেখিতে চাই।



প্রিয়তমের প্রতি পত্র।

চকোরী কাতরা সুধার লাগিয়া,
কেন হে নিদয় হইলে চাঁদ?
নয়নের জলে ভাসাইবে যদি,
কেন বা পাতিলে প্রেমের ফাঁদ?

ঘোর পিপাসায় আকুলা হায়রে
চাতকী সতত বারিদ-মুখী,
কেন হে নিঠুর নীরদ তাহারে
জলধারা দানে না কর সুখী?

তোমার ও মুখ হেরিবে বলে রে
নয়ন আমার সতত ধায়,
অমিয়-পূরিত বচন তোমার
শুনিবারে প্রাণ সতত চায়।

রমণী গড়েছে নিদারুণ বিধি,
কোমল পরাণে পাষাণে ঢেকে,
হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে উথলে,
নাহি সরে কভু হৃদয় থেকে।

কেমনে বুঝিবে কত যে যাতনা
পায় এ অভাগী তোমার তরে ?
হুহু করে প্রাণ বিরহ দহনে,
বুক ফেটে যায় কথা না সরে।

যেন স্বপ্ন দেখি—জাগিয়া জাগিয়া,
আমি হে নলিনী, পরাণ বঁধু !
মত্ত মনচোরা তুমি হে ভোমরা,
সদা সুখে পান করিছ মধু।

গল দেশ ধরি থাকিব সতত,
আমি হে লতিকা, তুমি হে তরু;
তোমারে ধরিয়া র'ব চির দিন
আমি মরীচিকা—তুমি হে মরু।

চপলা-বিলাসী জলদের সনে
চপলার মত হরষে র'ব,
যদি দুখানলে দহে মন প্রাণ,
ও মুখ চাহিয়া বিস্মৃত হব।

এমন দিন কি দিবেন বিধাতা
চাতকী সুখিনী ধারার পানে,

চাঁদের কৌমুদী মাখিয়া চকোরী
সুধাপানে র'বে বিভোর প্রাণে ?

সে দিন হবে কি—যে দিন নলিনী
হৃদয় আসনে বসাবে বঁধু—
প্রেমের লহরে দুলিয়া দুলিয়া,
তোষিবে বঁধুরে প্রদানি মধু ?



চপলা।

কে তুমি, চপলে ভুজগ-গামিনি ?
দ্রুত যাও সেজে জলধর বাসে,
জগতে মাতাও মৃদু মৃদু হেসে,
দোলাইয়া চারু অঙ্গ যথা বিলাসিনী,
কে তুমি, চপলে ভুজগ-গামিনি !

এত ব্যস্ত কেন অয়ি সৌদামিনি ?
একবার এস দুটা কথা কই,
নয়নে দেখিয়া হৃদয় জুড়াই,
একবার ফিরে এস সুচারু হাসিনি,
এত ব্যস্ত কেন অয়ি সৌদামিনি !

মিছা তবে কেন অলস নয়ন ?
নিমেষের তরে নিকটে আসিয়া,
তবে কেন হাস নয়ন ক্ষরিয়া ?
কেবল মরমে দাও বিষম বেদন,
মিছা কেন তবে অলস নয়ন ?

এখনো এলে না সুচারু-হাসিনি !
দ্রুত পদ ভরে চপল গমনে,
লুকাইলে তুমি বারিদ বসনে,
বিষম কটাক্ষ তবে কেন সৌদামিনি ?
এখনো এলে না সুচারু-হাসিনি ?

ও রূপ দেখিতে বড় ভালবাসি,
ঘন নীল বাস আহা কিবা সাজে
তব সুকুমার দেহ লতা মাঝে !

বদনে কেমন আহা সুমধুর হাসি !
ও রূপ দেখিতে বড় ভালবাসি।

আ মরি চপলে, কিবা রূপ ধর !
স্নান করি জলে সিক্ত বস্ত্র পরি,
কেমন সাজরে আহা মরি মরি !
একাকিনী জগতের মনঃ প্রাণ হর,
আ মরি চপলে কিবা রূপ ধর !

যেও না চপলে চটুল গমনে,
চপলা বলিয়া নিন্দা করে সবে,
এই অপবাদ সহিতে না হবে,
আমিও মিটার সাধ দেখিয়া বদনে,
যেও না চপলে চটুল গমনে।

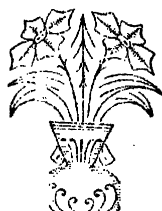
আঁধার নিশাতে তুমিরে সহায়,
আঁধারে পথিক পথ-ভ্রান্ত হয়ে,
অপথে যাইলে পলকে হাসিয়ে,
সুপথে বিদ্রূপভরে আন রে তাহায়,
আঁধার নিশাতে তুমিরে সহায়।

. সকলে পরাস্ত তোমার সকাশে,
তব তেজে ম্লান অগ্নি শিখা হয়,

তোমার উদয়ে দিনেশ লুকায়,
জগৎ স্তম্ভিত হয় তোমার বিকাশে,
সকলে পরাস্ত তোমার সকাশে।

অতি ক্ষীণা তুমি অয়ি ক্ষণপ্রভে!
সর্ব্ব জন্তুদেহে মানব শরীরে
স্থাবরেও থাক আকাশ উপরে,
কেমনে সবারে তোষ একাকিনী শুভে!
অতি ক্ষীণা তুমি অয়ি ক্ষণপ্রভে!

তোমার সহায়ে ধরেছি জীবন,
তুমি যবে শুভে, আমারে ছাড়িবে,
সে দিন আমার এ পরাণ যাবে,
হৃদয়ে রেখেছি তাই করিয়ে যতন
তোমার সহায়ে ধরেছি জীবন।



নলিনী ও অলি।

উষা-কালে পিকবর কুহু কুহু রবে
নলিনীরে মধুভাষে হরষে জানায়,
দেখ চেয়ে ভানুপ্রিয়ে, খোল আবরণ,
ওই দেখ শশধর অস্তাচলে যায়।

বিরহ যাতনা আর সহিতে না হবে,
প্রভাত-গগনে দেখ অরুণ উদয়,
জানাইতে প্রিয়তমে দুখ অবসান,
দিবাকর সমুদিত কাতর হৃদয়।

অভিমানে কমলিনী ছিল নিমীলিতা,
নিজ করে ভানু তার খুলিল বদন,
পতি-রতা অতি সতী যেন কমলিনী,
গোপনে পতিরে কিন্তু করে প্রবঞ্চন।

নলিনীরে প্রমোদিতা দেখে মধুকর,
পরম হরষে আসে মধু আহরণে,
প্রভাত-সমীর বহে মৃদুল হিল্লোলে,
সদা তাহে সন্দোলিতা হরষিত মনে।

নলিনীর কাণে কাণে মৃদুল পবন
ছলিতে অলিরে ধীরে শিখাইয়া দেয়,

মাথা নাড়ি তাই এবে নলিনী সুন্দরী
সর্ সর্ শব্দে তারে এই কথা কয়—

"স্বার্থপর তুমি অতি ওহে অলিবর!
সুখের আশায় এস আমার আলয়ে,
এ কাল যামিনী মোরে কত দুখ দেয়
করুণ হৃদয়ে কভু নাহি দেখ চেয়ে!

"মধু আহরণে ব'স হৃদয় উপর,
সমাপন হলে তব মধুর সঞ্চয়
পক্ষ প্রসারণ করি উড়িতে সত্বর,
যাও যাও মধুকর, বুঝেছি তোমায়।

"নাহি চাহি মধুকর তোমা হেন জনে,
নলিনীর তোমা সম অভাব কোথায়;
কেন বৃথা আশা ক'রে উড়িতেছ কাছে
যাও চলে মধুকর ছুঁওনা আমায়।

"পতি থাকে দূর দেশে, দুঃখিত অন্তরে
গোপনে পরাণ মন করিনু অর্পণ,
স্বার্থপর মধুকর সুখের আশায়,
মজাইয়া অবলায় ডুবালে এখন।

"ফিরে যাও মধুকর, মধুকরীসহ
কর প্রেম আলাপন দিবস শর্ব্বরী,
ত্যজ আশা ভালবাসা জনমের মত,
আর নহে অভাগিনী তব সহচরী।

"তবু কেন মধুকর ঘুরিতেছ কাছে?
ছুঁইও না, এ অভাগা কুল কলঙ্কিনী,
জানিনু পুরুষ জাতি কপটী এমন,
বুঝেছে সকল সুখ এই অভাগিনী।"

পবনের সহযোগে দুলিছে নলিনী,
গুঞ্জরি প্রকাশে অলি মনের বেদনা,
"কমলা স্বরূপা একে রমণী প্রতিমা,
তাহে তুমি কমলিনী কমলা-বাসনা।

"ক্ষমা কর বিনোদিনি, ধরি তব পদে,
আমা সম পতি তব [illegible] ভুবনে,
ত্যজিলে এ অভাগা[illegible] ক্ষতি তব,
কিন্তু মরে এ অভা[illegible] আগুনে।"

থামিলে পবন [illegible] নলিনী,
মৃদু হাসি মধুক[illegible] তখন,

"এস নাথ কর মোরে দৃঢ় আলিঙ্গন,
হৃদয়ের জ্বালা এস জুড়াই দুজন।"

বিধবা বালিকা।

(বালিকা)

কবে মা আমার বিয়ে হবে গো বল না ?
আর কেন কর মাগো আমায় ছলনা ?
পাটের কাপড় প'রে হাসিতে হাসিতে,
গয়না পরিয়ে যাব শ্বশুর বাড়ীতে।

আমার বিয়েতে হবে গড়ের বাজনা,
দেখিতে পাড়ার লোকে যাবে কত জনা,
ঘোমটায় ঢেকে মুখ বসিয়া থাকিব,
বরের কোলেতে পরে উঠিয়া বসিব।

দেবে ত আমায় মাগো রাঙ্গা বর এনে ?
করিব পুঁতুল খেলা আমরা দুজনে,
পুঁতুলের সঙ্গে দোবো পুঁতুলের বিয়ে,
আমার বরকে দেবো সেঙাত পাতিয়ে।

ভাল ভাল ফুল তুলে, ভাল মালা গেঁথে,
পরিয়ে বরের গলে বেড়াইব পথে,
হাত ধরাধরি করে, খেলিব দুজনে,
নাচিব মনের সাধে বড় খুসী মনে।

ধূলো খেলা দুই জনে করিব কেমন,
ধূলোতে করিব ঘর আমরা দুজন,
ছল ক'রে গায়ে তার ধূলা মাখাইব,
আবার কাপড় দিয়ে মুছাইয়া দিব।

হইলে নাবার বেলা নাইতে যাইব,
লাল ফুল তুলি তার কাণে পরাইব,
আর দুটী ফুল তুলে, নিজ কাণে প'রে,
ঘরে যাব সারা পথ তার গলা ধ'রে।

একাসনে দুই জনে বসে সাদা রেতে,
চাঁদ পানে তাকাইয়া কব নানা মতে,
আবার কখন তারে শোলক শোনাব,
আবার স্থতানে কভু ভাল গান গা'ব।

খেলিবার ছলে কভু তাস হাতে নিয়ে,
সায়েবে বিবিতে মোরা দোবো কত বিয়ে,

লইয়া তাদেরে তুলে বাসরে শোয়াব,
আবার শ্বশুর বাড়ী বিবিকে পাঠাব।

কখন বেড়াল ছানা কোলে বসাইয়া,
সোয়াগ করিব 'যাদু কইরে' বলিয়া;
ছেলে ব'লে কখন বা তার কোলে দিব,
সোয়াগ করিতে কভু তারে শিখাইব।

মন ভরে নানা মতে রাঁধিয়া বাড়িয়া,
খায়াব মনের সাধে যতন করিয়া,
কভু বা তাহার সাথে শুইয়া থাকিব,
নানাবিধ আলাপনে রাতি কাটাইব।

মাতা। কত সাধে বেছে বেছে কত আশা ক'রে,
এনেছিনু গুণোত্তম জামাতা রতন,
ভেবেছিনু তুমি বাছা হেম হার সম,
গলদেশ জড়াইয়া থাকিবে সতত।

বাছা ভব আশালতা মুকুলিত হয়ে,
সুখের সৌরভ তার না হ'তে বিকাশ
নিরদয়-কাল-কীট-করাল-দশনে
ছিন্ন-মূল শুষ্ক এবে জনমের মত।

হাসি হাসি পূর্ণ শশী উদিল গগনে,
ভেবেছিনু—কুমুদিনী সুখী হয়ে রবে,
অকস্মাৎ হেরি তারে তিমিরে আবৃত,
কে জানে এমন হায়—রাহু গরাসিবে ?

দীপ-শিখা সম তব জীবন আলয়ে,
দশ দিক্ উজলিয়া ছিল প্রিয়তম,
প্রচণ্ড পবন আসি নিবাইল তায়—
আঁধারিয়া হায় তব হৃদয়-নিলয় !

বাছা তব সুখ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে,
নব রাগে বৃদ্ধিগত হলো দিনে দিনে,
শুকাল অঙ্কুর হায় সলিল বিহনে,
আর না হইবে কভু যাবৎ জীবন।

শমন-শাসনে বাছা কত কুলবালা,
পতিহীনা হয়ে সদা অশ্রু-সহচরী,
কণ্টকিত হইয়াছে জীবনের পথ,
তুমিও শাসিত বাছা কালের শাসনে !



বসন্তান্তে বিরহীর খেদ।

মনরে—

বসন্ত সুখের সনে,
বহে গেল শূন্য মনে,
কোপবশে মুখ তাই আরক্ত করিয়া,
খর তেজে দহে রবি হৃদয় ভেদিয়া।
অবশেষে ম্লান মুখে,
অস্তাচলে—মহা দুখে
দেখিয়া তোমার দুঃখ কাতর অন্তরে,
প্রবেশে দিনেশ হায় ত্যজিয়া প্রিয়ারে

নিশা কালে নিশানাথ
প্রিয়তমা নিশা সাথ,
প্রেয়সীর দুখ তব দেখিয়া নয়নে,
শিশিরাশ্রু ফেলে সদা মলিন বদনে।
বিরহি-যুগল দুখে
আকাশ মলিন মুখে,
মলিন বারিদ বাসে কায়া আবরিয়ে,
কাঁদিতে লাগিল কত ভুবন ভাসিয়ে।

তোমার গমন আশে,
সাজিল মুকুল বাসে
সহকার বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া,
আসিবে প্রাণের বঁধু মনেতে ভাবিয়া ;
কিন্তু রে নিদয় মনঃ
নিরাশ করিলে কেন ?
এখনো তোমার আশে ধরেছে জীবন,
সুধাময় ফলচয় রেখেছে এখন।

মৃণালিনী শীতকালে
তন্তুসার ছিল জলে,
তোমার গমন আশে পাইল জীবন,
কমল কবরী বাঁধি সাজিল কেমন,
তবু না যাইলে মন,
করিবারে সম্ভাষণ ?
লইয়া কমলে তুমি না ধরিলে গলে,
নাহি দিলে প্রেয়সীর চরণ কমলে।

প্রেয়সীর দুখ দেখি,
ডালে বসি মুদি আঁখি,
কাঁদিতে লাগিল পিক কুহু কুহু স্বরে,
তবু না যাইলে মন তুষিতে প্রিয়ারে ?

কোকিলের রব শুনি
কাঁদিতে লাগিল ধনী,
কুহু রবে বিষাদাগ্নি হইল দ্বিগুণ,
আমরি সে মুখখানি হলোরে বিগুণ।

তুমিত অবোধ নও,
যাও মন, শীঘ্র যাও,
তোমাতরে প্রেমাধীনী হয়েছে পাগল,
দিবা নিশি ভেবে ভেবে হয় হীন-বল,
শুনিতে পাওনা মন,
এখনো কোকিল গণ,
প্রেয়সীর দুখরাশি জানাইয়া যায়,
তবুও যাওনা মন হায় হায় হায়!

দেখিতে পাওনা মন
সুশীতল সমীরণ,
তাপিত হইয়া করে শরীর দহন;
প্রেয়সী-বিরহশ্বাসে হয়েছে এমন।
সারা নিশা জাগরণে,
বিষাদাশ্রু বরষণে,
কালিম বরণে মুখ শুকায়েছে হায়
তবুও যাওনা মন যাওনা তথায়!

এখনও সেই ধনী,
সতত আঙ্গুল গণি,
তোমার গমন আশে আশ্বাসিত হয়,
সুন্দর বসনে সাজি পথ পানে চায় ;
প্রদোষ হইলে গত,
নিশাকালে অবিরত
বসিয়া বিষণ্নমনে তোমারে ধেয়ায়,
তবুও নিদয় মন যাওনা তথায় !
তুমি কি পাষাণ মন !
ভাবনাও এক ক্ষণ—
অভাগিনী যে রমণী তোমা তরে মরে,
তারে কি ভাব না মন ক্ষণকাল তরে ?
বুঝেছি বুঝেছি মন !
পেয়েছ হৃদয় ধন
তাহা হ'তে প্রিয়তর সরস সুরসে,
তাহাতে চাওনা মন যেতে তার পাশে।
প্রিয়তম কোথা তব ?
না পাই খুঁজিয়া ভব,
তাহা হতে প্রিয়তর না আছে ভুবনে ;
দিবারাত্তি থাক কেন বিষাদিত মনে ?

তবে কি ভাব না মন—
সেই বিরহিনী ধন ?
ভাবনায় প্রয়োজন কিবা আছে বল ?
ত্বরায় সাজিয়া মন ত্বরা করি চল।





এই ফোটে—ফুটিল না শুকাইয়া গেল !

ফুরাল উত্তর বায়ু ফুরাল শিশির,
খরতর কর দেয় আবার মিহির,
দারুণ শীতের দাপে ছিল লুকাইয়া,
আবার কোকিল গায় ঝঙ্কার করিয়া।

ভুগিয়া দারুণ জ্বালা শিশির সময়
সরোবরে ক্রমে পদ্ম-কোরক উদয় ;
ছোট থেকে দিনে দিনে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়,
কেবল অলির সনে মিলিবে আশায়।

মন প্রাণ সমর্পিয়া মধুকর পায়,
হৃদয়ে রাখিবে ভাবি পূর্ণ বৃদ্ধি পায়,
আজ ফোটে এই ফোটে অলিরে হাসায়,
এই ফোটে—অলিসহ মিশিবে আশায়।

এই ফোটে—ফুটিল না সে মুকুল-সার
উচ্ছেদিত হইয়াছে হায় বৃন্ত তার,
এত আশা মনে সব ফুরাইল হায় !
এত বৃদ্ধি প্রিয়-সহ মিলন আশায়।

আসন্ন-বিকাশ কালে অলির গুঞ্জরে,
সঞ্চিল প্রণয় মধু তাহার অন্তরে,

এই ফুটে মধুকরে করে প্রেম দান
এই হাসে মুখভরা পিরীতি প্রমাণ।

এই হাসে হাসিল না কোরক রতন!
শৈশব-প্রণয়-বৃন্ত করিয়া ছেদন
নিদয় পুরুষ দূরে গেল তারে লয়ে,
জ্বালিয়ে দারুণ জ্বালা অলির হৃদয়ে।

কত দিন সরসতা কোরকে ছিঁড়িলে?
থাকে কি সে শোভা কর-সন্তাপ লাগিলে?
আঘ্রাণে আঘ্রাণে যায় শুকায়ে হৃদয়,
শোভাহীন রসহীন ক্রমে শীর্ণ হয়।

এই হাসে—হাসিল না সে কোরক-সার,
এই দেয়—নাহি দিল, তারে প্রেম হার,
শোভাময়—শোভা হীন, সরস—বিরস,
শেষে হায় শুষ্ক হলো দেহে প্রাণ রস!

এই হাসে—হাসিল না শুকাইয়া গেল!
হায় বিধি কেন এই কোরকে গড়িল?
আবার কেন বা তার কাড়ি নিল প্রাণ?
না হয় ছাড়িত অলি প্রেমের আদান।

না হয় ভজিত কলি পুরুষ নিদয়ে,
না হয় ফুটিত সেই তাহার আলয়ে,
পামর বধের হাতে নিদয় পরাণে
কেমনে নাশিল বিধি কোরকের প্রাণে !

সুখে কেন না রাখিল যেখানে রাখিল,
কোমল পরাণে কেন এত দুখ দিল ?
চিরসুখী মধুকর জীবনে তাহার ;
এখন অলির হৃদি পূর্ণ-শোকাসার।



কুহু কুহু।

বসন্তে পূর্ণিমা রাতি অতি মনোহর,
মৃদুল মলয়ানিলে শরীর জুড়ায়,
কুসুম সৌরভসহ মিশি শশিকর
অপার আনন্দ নীরে ভাসালে আমায়।

নিরমল শশধর সুশীত কিরণে,
শান্তিময় সুধাময় করেছে ভুবন,
দেখিতেছি এক মনে শশধর পানে,
মৃদুল হিল্লোলে বায়ু হরিছে চেতন।

কুহু কুহু কুহু রবে ডাকিল কোকিল,
শেল সম কুহু রব বিঁধিল অন্তরে,
চঞ্চল হইল মন তনু শিহরিল,
মরমে লাগিল ব্যথা কুসুমেষু শরে।

সুশীতল নিরমল শশধর-কর,
অগ্নিময় হলো এবে লাগিল দহিতে,
সুস্নিগ্ধ মারুত হায় দহিছে অন্তর,
বিরহিনী বালা আমি না পারি সহিতে।

আবার ডাকিল পিক কুহুকুহু স্বরে,
শিথিল হইল দেহ মুদিল নয়ন,

শরীর জর্জ্জরীভূত হলো কাম শরে,
পুলকে পূরিল অঙ্গ খসিল বসন।

বিনা শীতে কম্পমান হইল শরীর,
স্বেদরূপে উচ্চ কুচ লাগিল কাঁদিতে
সুধাময় করে শশী পীন পয়োধর,
ধরিল মনের সুখে সাধ মিটাইতে।

কুসুম-কোরক বলি মলয় অনিল,
ফুটাইতে কুচযুগে লাগিল চুমিতে,
যে দুর্লভ ধনে চাহে নিখিল ভূতল
ধন্যরে অনিল তুই ধন্য এ মহীতে।

ডাকিল কোকিল পুন কুহু কুহু রবে;
বড় অরসিক তুমি ওহে পিকবর!
দেখিতেছ বিরহিনী পরাণে মরিবে,
তবুও ডাকরে পুন কুহু কুহু স্বর!

কুহু কুহু রব আর সহিতে না পারি,
কেন ওরে পোড়া পিক জ্বালাস আমারে?
দুরন্ত মদন বাণে বুঝি আমি মরি,
ডাকিও না আর পিক নিদয় অন্তরে।

এই কি পুরুষকার তোমার মদন !
একাকিনী বিরহিনী আছি নিরজনে,
কাল পেয়ে নারীবধ কর অকারণ,
ধন্যহে বীরত্ব তব অতুল ভুবনে !

বিরহিনী বধ কর কেন পিকবর !
তোমার ঐ কুহু রব না পারি সহিতে,
কেমনে জানিবে তুমি যাতনা উহার ?
অভাগিনী মরে আজি তোমার কুহুতে।

যদি বা ডাকিলে পিক কুহু কুহু স্বর,
ত্বরায় যাওরে তুমি যাওরে তথায়,
যে দেশে আছেরে পিক মম প্রাণেশ্বর
কুহু কুহু রবে তাঁরে আনরে হেথায়।

কেন কাঁদে প্রাণ ?

সুখ নাই, শান্তি নাই, বিষয়ে বাসনা নাই,
হাসি নাই, আশা নাই, সুধু নিরাশার গান,
সদা ব্যাকুলিত প্রাণ।

সুখকর সুধাকর—

বিমল সুশীত করে এবে দেহ দগ্ধ করে,
তুষানল সম পোড়ে, হৃদয় ভিতর।
সেই মন, সেই প্রাণ, কেন নাই সুখগান ?
—ছিল সুখময়,
কত আশা ভালবাসা, হৃদয়ের কত ভাব,
ছিল মধুময় ;
অগাধ সাগর মরু হয়েছে ভীষণ।
অতীত ঘটনা হায় স্বপন এখন।

নিবে গেছে প্রেমালোক।
জীবন আঁধার ময়, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়চয়,
আমোদের কণা নাই হৃদয় মাঝারে—
করে খেলা রোগ শোক।

সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।
বিষম ঘুমের ঘোরে, দেখিয়াছি সুস্বপন—
অমৃত সাগরে করি অমৃত চুম্বন।
সুখস্বপন ভেঙ্গে গেছে, সুধু স্মৃতি-দুখ আছে।

হয়েছিল আশার মুকুল,
কত সুখী মনোমধুকর ;
কাটিল রে কাল-কীটে হায় বৃন্ত তার—
না ফুটিতে ফুল ;
তাই ত এ ভোমরা আকুল।

সরোবরে ফুটিল নলিনী—
কত আশা ছিল দিনকরে,
শুকাইল মধুমতী হিমপাত-ভরে,
—হায় সরোজিনী !
তাইত এ দুখী দিনমণি ।

কত আশা ক'রে ডুবিনু সাগরে,
পাব মুকুতা নিচয়,
(সহি বহু ক্লেশরাশি)
শেষে, হারালাম জীবন রতন ,
কাচ পাব বলে—
দিলাম হীরক হায় রতনের সারে।

কে জ্বালা'ল চিতা, মনের ভিতর ?
এ নহে শ্মশান ;
কে চালা'ল হল হৃদয় উপর ?
নহে কৃষিস্থান।

কেন কাঁদে প্রাণ ?
দিয়া শোক দুঃখ স্মৃতি,
প্রবঞ্চকে নিয়ে গেছে—সুখশান্তি হাসি প্রীতি,
করিয়া বঞ্চন ;
হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, বিষয়ে বিতৃষ্ণা তাই
স্থধু নিরাশার গান,
তাই কাঁদে প্রাণ।

বিলাসিনী।

দেখে যুবজনে, হরষিত মনে
মৃদু হাসি সদা চায়,
ভুজগ গমনে, কলাপি-নর্ত্তনে
শরীর দুলিয়ে যায়,
দুপা আগে যায়, পাছু পানে চায়
কখন চরণ পানে,
ফিরিয়ে বদন, নিতম্ব আপন
দেখে নয়নের কোণে ;

কুলের পাংশুলা এই হেয় বিলাসিনী
জরায় কাতরা হতগরবিনী।

নয়নের কোণে দেখ যুব জনে
না দেখা ছলনা করে,
সমীর সেবনে চরণ চারণ
কেবল মিলন তরে।
সুধীর পবনে উরস বসন
ছলেতে স্খলিত হয়,
শৈবাল বিমুক্ত কমল কোরক
অমনি কি শোভা পায়!
যাহে গরবিনী এত এই বিলাসিনী
অদূর সময়ে হত-গরবিনী।



কুঞ্চিত চিবুক কম্পিত অধর
কুঞ্চিত কপোল আঁখি

মৃদু হাসি ভাব   করে প্রদর্শন
নবীন যুবক দেখি;
স্ফটিক দশন   উজলে সঘন
রক্ত ওষ্ঠাধর মাঝে,
নবীনা যুবতী   হাসিয়া পলায়
আবির বদন লাজে;
কুলের কামিনী হায় এও বিলাসিনী
চরম সময়ে নির্ব্বেদ ভাগিনী।

নয়ন সরসে   তারা ইন্দীবর
ভাসে চারু বিকসিত,
বিলাস সমীরে   হেরিয়া যুবক
করে তারে সন্দোলিত,
মৃদুল প্রবাহে   তারকা কমল
অপাঙ্গে সরিয়া যায়,
যে বিষম তেজ   করে বিকিরণ
কে পারে সহিতে তায়?
চারু অপাঙ্গিনী   হায় এই বিলাসিনী
যৌবন পতনে হত-গরবিনী।

মুকুর কঙ্কত   যার সহচর
উচ্চ হাসি মুখ ভরা,

পানপিকে যার রঞ্জিত অধর
শরীর মার্জ্জন-পরা,
লাজে স'রে যায় চপলার প্রায়
দেখে যেই প্রিয়জনে,
আদি রসময় কবিতা নিচয়
রত সদা অধ্যয়নে,
কুল কলঙ্কিনী হায় এই বিলাসিনী
চরম সময়ে যাতনা ভাগিনী।

পাখী।

ওই যে রহেছে পাখী ওই ওই ওইরে,
ধরিতে গেলেই হায়, অমনি পালিয়ে যায়,
মরমেতে দিয়ে ব্যথা কি বলিব হায়রে !
কতই ডাকিনু তারে আয় আয় আয়রে ।

না পেয়ে ধরিতে যবে মনো-দুখে বসিরে
অভাগার পানে চেয়ে, হাসি হাসি আসি ধেয়ে
বসিয়া অনতিদূরে সুললিত গায়রে,
ধরিতে গেলেই তারে পলাইয়া যায়রে।

বসিয়া হতাশ হয়ে যতই ডাকিনু রে।
একটুও না সরিয়া, এক দৃষ্টে তাকাইয়া
হাসি মুখে প্রণয়ের প্রতারিকা মতরে
রহিল বসিয়া আহা লাজভরে নতরে!

আয়রে আয়রে পাখী আয় আয় আয়রে!
ইচ্ছা হয় ওরে পাখী, সদা তোরে হৃদে রাখি,
অবিরত মুখশশী দেখি তব হায় রে!
একবার আয় পাখী আয় আয় আয়রে।



মুচকে হেসে এখন সে নিজ স্থানে বসে রে,
জ্বালাইছে মোরে হায়, বুঝি প্রাণ বাহিরায়,
মনোমাঝে দয়া তার কিছু নাহি হয় রে,
হায় এত কুটিলতা সরলেতে রয় রে!

জানিতাম অবলারে সরলা বলিয়া রে,
জানিনু এখন হায়, বিশেষ দেখিয়া তায়,
মুখে দুধ বিষে পোরা নারীর গঠন রে,
নহিলে আসিয়া উড়ে করিতে সান্ত্বন রে।

নারীর নয়ন ফাঁদে হয়েছে যে বাঁধা রে,
মৃদু হাসি বারে বারে, জ্বালাতন করে তারে,
আকাশের চাঁদ কভু হাতে যেন পায় রে।
সুখস্বপ্ন ভঙ্গে যেন কভু দুখময় রে!

ওরে রে অবোধ পাখী কত ভাল বাসি রে!
তোমার মধুর হাসি, তোমার ও মুখ শশী,
তোমার করেতে আমি পরাণ সঁপেছি রে,
ইচ্ছা হয় তোমা কাছে উড়িয়া পলাই রে।

জাগ্রত স্বপনে সদা তোমা সনে ব'সে রে
আলাপন মধুময়, রসময় কথাচয়
কতদিন প্রিয় পাখী কতই রে বলেছি;
নিশার স্বপনে তোরে কত ভাবে দেখেছি।

আমার মানস পাখী আবদ্ধ হয়েছে রে
নয়নের পাশে তব, আর কত প্রাণ স'ব ?
যে জ্বালা জ্বলিছে মম হৃদয় নিলয়ে রে,
কোন জন তুমি বিনা ? যে তারে নিবায় রে।

ভ্রান্তি।

পাতায় আবরি মুখ নলিনী সুন্দরী
হেরি পতি দিনকরে, মজিয়া আনন্দ সরে,
দুলিতেছে বায়ুভরে হাসিতেছে মরি !
অলিগণ হাসিতেছে দেখিয়া তাহারে,
ভাবিছে—নলিনী সুধু হাসায় তাদেরে।

কুমুদে কৌমুদী করে চন্দ্রমা হাসায়,
নাথে হেরি প্রমোদিনী, হাসিতেছে কুমুদিনী ;
মীলিত মুদিত ক্ষণে আলোক মালায়—
হাসিছে নক্ষত্রচয় তাহারে হেরিয়া,
ভাবিছে কুমুদ হাসে তাদেরে দেখিয়া।

কুমুদে হেরিয়া শশী হাসিছে গগনে ;
মিলনে প্রণয়ি-জন করে প্রেম আলাপন
প্রিয়তমে হেরি বসি চাঁদের কিরণে,
প্রণয়ি দম্পতি সবে ভাবে মনে মনে,
চাঁদ হাসে আমাদের সুখের কারণে।

কেবা জানে সুমধুর কোকিলা কূজন !
আগত বসন্ত কালে পতি যার নাহি কোলে,

সে জানে পিকের রব মধুর কেমন ;
বসন্তের অনুরাগে পিক ধরে তান;
বিরহ বিধুরা বোঝে দহে মোর প্রাণ !

চারু সাজে সুশোভিতা হয়ে কাদম্বিনী
হেরি পতি রত্নাকরে, থাকিয়া আকাশোপরে,
চমকি নয়ন, হাসে হাসি সৌদামিনী ;
কলাপ প্রসারি শিখী নাচে দেখি তারে,
ভাবে কাদম্বিনী সুধু হাসায় তাহারে।

স্নেহপরা কাদম্বিনী তটিনী-জননী
বর্ষাকাল আগমনে সুতামুখ নিরীক্ষণে
দিগন্ত হইতে আসে উদ্দাম-গামিনী ;
তোষে তারে পয়োধর পয়োদান করি,
দিনে দিনে নদী তাই বৃদ্ধিগতা হেরি।

যেই জলে লালায়িত নিদাঘ সময়,
কাদম্বিনী সেই জল, বরিষয় অবিরল ;
চাতক প্রেমের আশে আশ্বাসিত হয়,
অবোধ চাতক হায় মোহে অন্ধ হয়ে,
আছে সদা কাদম্বিনী মুগ্ধমুখ চেয়ে !

অগ্নিশিখা হাসে অল্পবাষ্পসহ মিশি,
বিলাস সমীর ভরে　　　দুলিয়া রূপের ভরে,
দেখায় কতই খেলা মুখভরা হাসি ;
দেখিয়া পতঙ্গকুল আনন্দে মগন,
ভাবে—সেই হাব ভাব তাদের কারণ।

রমণীর হাসি মাখা দেখিয়া বদন,
যতেক রসিক জন,　　　হর্ষসরে নিমগন,
ভাবে—সে নলিনী হাসে হেরি এ তপন ;
জানে না সে হাসিতেছে হেরি প্রিয়জন,
অন্য জন লক্ষ্য তার, সে নহে কখন।

সরলে গরল।

ওই যে দেখিছ সবে, নিম্ব ফলচয়,
ঝুলিতেছে শাখি-শাখে মুক্তারাজীসম
রসন করিতে তাহা সদা ইচ্ছা হয়,
ভিতরেতে আছে কিন্তু রস তিক্ততম।

কি সুন্দর পশু ব্যাঘ্র নয়নরঞ্জন,
কি রূপ-মাধুরী তার মোহন মূরতি,

দরশন মাত্রে হরে সকলের মন,
কিন্তু সে খলতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর অতি।

কেমন জ্বলিছে ওই দীপশিখা মরি !
একাই আলোকময় করেছে ভুবন,
মৃদু মৃদু দুলিতেছে অন্ধকার হরি,
বোধ হয় হাসিতেছে ভরিয়া বদন।

হেরিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি কোমল সুন্দর,
মনে হয় সুনিশ্চয় নিরাপদ ময়,
কিন্তু তারে পরশিলে যাতনা বিস্তর,
সরলেও রয় তীব্র গরল নিশ্চয়।

সুরম্যদর্শন কিবা নাগ রাজীমান্ !
দর্শনে নিরীহ বলি প্রতীতি জন্মায়,
আশীবিষে একবার দগ্ধ যার প্রাণ,
তার কাছে পরিচিত পূর্ণ খলতায়।

আকাশে জলদ বাসে তনু লুকাইয়া
হাসিয়া চপলা মুগ্ধ করে মনঃপ্রাণ
সে জানে কেমন তার নিদারুণ হিয়া,
আসন্ন-অশনি-স্পর্শে যে পেয়েছে ত্রাণ

সতত সরস শমী স্পর্শ সুশীতল,
নধর পল্লব যার অঙ্গ শোভা করে,
মহাতেজা দারুভুক্ প্রচণ্ড অনল
অসঙ্কোচে হৃদয়েতে সে পাদপ ধরে।

গভীর জলধি মাঝে নয়ন রঞ্জন
জলাবর্ত্ত-জলরাশি হয় বিঘূর্ণিত,
জীবনে মিশিয়া তাহার জীবন,
কোন জন যদি তার হয় সন্নিহিত।

কিরূপ ধরেছে শশী মৃগ কোলে লয়ে!
সুস্নিগ্ধ কিরণে আহা মাতায় ধরণী,
শান্তিময় হাস্যময় সুধাময় হয়ে
পোড়াইছে মনে মনে কিন্তু বিরহিণী।

কেমন কোমল মূর্ত্তি কামিনী কুসুম!
কি সুন্দর রূপরাশি নয়ন রঞ্জন,
শান্তিময়ী মূর্ত্তি তার কিবা মনোরম,
আয়ত নয়ন কিবা সহাস্য বদন!

ভক্তি ভাবে গলবস্ত্রে পূজি অনুক্ষণ
তাহার প্রশান্ত মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে,

মনে হয়—মনোমালা সাজিয়ে চরণ
দিবা নিশি হেরি সদা আনন্দিত মনে।

অমৃতে গরল বিধি মিলাইল হায় :
ধরিল অপাঙ্গে দৃষ্টি আয়ত নয়ন,
ওষ্ঠাধর মাঝে হাসে দন্ত সমুদায়,
ভক্তি পুষ্প উড়ে গেল ঠেকিল জীবন।

গম্ভীর সে আস্য হলো চিন্তায় মগন,
নয়ন বিরাজে সদা গবাক্ষের পাশে,
ছাদোপরি যেতে ব্যস্ত রঞ্জিত চরণ,
বদন রঞ্জিত হয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

কর দ্বয় ব্যস্ত হলো ইঙ্গিত করিতে,
কবরীতে সুনিবদ্ধ হলো কেশ পাশ,
সুচিকণ বাস এলো তনু আবরিতে,
হাসিময় হলো আজি সুমধুর ভাষ।

দর্পণ সম্মুখে সদা করিছে বিরাজ,
কঙ্কতিকা এলো হাতে চুল আঁচড়িতে,
মুখ দেখে, গাল মোছে, করে কিবা সাজ,
পান পিকে রক্ত ওষ্ঠ লাগিল দেখিতে।

আপন নিতম্ব পানে চায় অবিরত,
মাঝে মাঝে হানে বাণ পুরুষ উপরে,
অবোধ পুরুষ তায় মরে কত শত,
এমন নিঠুরা নারী সরল আকারে !



বারাঙ্গনা।

চন্দ্রমারে প্রতিনিধি রাখি দিনমণি
অস্তাচলে চলিলেন কাঁদিয়ে নলিনী ;
ধীরে নীরে ভর দিয়া
কুমুদ তুলিল হিয়া,
কুমুদের সঙ্গে রঙ্গ-ভঙ্গে বারাঙ্গনা
উপাধানে ভর দিয়া বসে সুবসনা।

ফুটিল কুসুমচয় চারু উপবনে,
শোভিল তারার মালা সুনীল গগনে,
আমোদিত পরিমলে
চারিদিক পুষ্পদলে,
হাসিল মধুর হাসি নক্ষত্র নিচয় ;
শোভিল তাদের সম বারনারীচয়।

পরম যতনে বেঁধে কবরীরতন
কুসুমে সাজায় তায় অতি সুশোভন,
সুবর্ণ লেপন মাখি,
দর্পণ নিকটে রাখি,
পথ পাশে সৌধোপরে অলিন্দ উপরে
উপবিষ্টা রূপাজীবা সস্মিত অধরে।

কখন গম্ভীর ভাব করে প্রদর্শন,
কখন মধুর হাসি করে বরষণ,
কভু সুকুমার করে
যুবকে ইঙ্গিত করে;
বিফল প্রয়াসে কভু যাপে বিভাবরী,
নয়নের নীরে যায় বদন মাধুরী।

পুরোভাগে আলো রাখি চিন্তায় মগন
কুসুম সৌরভ ঘ্রাণে আসে অলিগণ ;
মোদক বিপণি জেনে
মক্ষিকা তাদের সনে
বদন মণ্ডলে যায় মধু আহরণে,
তাদেরে তাড়ায় রামা করের বীজনে।

অর্থ চিন্তা ছেদিতেছে আয়ুর্বৃন্ত হায় !
কুসুম কোরক বৃন্ত কাল-কীট প্রায়।
স্থখের চিন্তায় রত
কি নিদ্রিত কি জাগ্রত ;
জাগ্রতে নয়ন মুদি নিদ্রিতের প্রায়
অনিবার সুখ চিন্তা করে হায় হায় !

নয়ন মুদিয়া কভু যোগিনীর প্রায়
চিন্তাপর চিত্তে থাকে বিলেপন গায়,
ললাটের স্বেদরসে
বিলেপন যায় ভেসে,
ছিন্ন-বৃন্ত কুসুমের কোরকের প্রায়
বিশুষ্ক শরীর কান্তি এবে দেখা যায়।

বরাঙ্গে বিরাজে সদা সুচিকণ বাস,
অলঙ্কার শোভে অঙ্গে যথা চন্দ্রহাস,
চলিষ্ণু পথিক তায়
যদি কভু ফিরে চায়,
পরম আনন্দ রসে হয় নিমগন,
আকাশ কুসুম প্রায় করয়ে চিন্তন।

গভীর সাগর মাঝে তরণীর প্রায়
মানস দোদুল্যমান আশায় দোলায়।
আশার তরঙ্গাঘাতে
কভু স্বর্গ পায় হাতে,
যখন আশার আশা না হয় পূরণ,
গভীর বিষাদ নীরে হয় নিমগন।

অর্থবতী রূপবতী থাকে সৌধোপরি,
প্রদোষে কভু বা ফেরে হয়-যান চড়ি,
অপরে নিবাস করে,
দ্বিতীয় নরকপুরে,
ভ্রমে সদা পথে পথে গেলে দিনমণি,
পথ প্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ আসিলে যামিনী

পর্য্যঙ্ক উপরে কেহ কোমল শয়নে
কেহ পড়ি নিদ্রা যায় জীর্ণ আবরণে,
দেখিলেই বোধ হয়
রাণী ভিখারিণী প্রায়,
মনের ভিতরে কিন্তু সমদুখভাগী ;
মরম যাতনা সম হৃদে আছে জাগি।

সুখ অন্বেষণে ফেরে আজন্ম জীবনে,
সুখ শব্দ মুখে—প’ড়ে অন্তিম শয়নে,
ইহলীলা শেষ হ’ল,
সুখ সাধনা মিটিল,
দাস দাসী সুসেবিত রতন-শালিনী,
বিমল সুখের তারা তবু ভিখারিণী !

অগণ্য-পতিকা হয়ে পতির চিন্তায়
কেহ সদা ম্রিয়মাণা আকুলিতা হায় !
অকূল দুঃখ পাথারে
ভাসাইয়া আপনারে
নয়নের নীরে যাপে দিবস যামিনী,
বিমল পবিত্র সুধু প্রেম ভিখারিণী।

সতত বাসনা কারো, সহ পরিজন—
কুলের কামিনী হয়ে করে আলাপন,
উদর অন্নের তরে
যদি ভাণ্ড হয় করে,
তাহেও উদ্যত রামা ভব বিরাগিণী,
প্রভূত ধনের তবু নহে আকাঙ্ক্ষিণী।

পবিত্র মিলন হায় কোথা পাবে আর,
সে পথ কণ্টকাকীর্ণ অগম্য অপার !
একমাত্র সদুপায়
নূতন জনম তায়,
যত দিন ইহলোকে জীবন তাহার,
ততদিন অনুতাপে দহে অনিবার।

কলাবতী নৃত্য গীতে সদা আমোদিত,
সুললিত বাক্যে করে মানস মোহিত,
স্বার্থ সিদ্ধি অভিলাষে
যাহা বলে, সে যে হাসে,
তাহে কি করিতে পারে প্রীতির সঞ্চার,
কেমনে তোষিবে বল মানস সবার ?

সুরা দেবী সহচরী বার বণিতার,
নির্ধনতা চৌর্য্য মিথ্যা অনুগামী তার,
অসেব্য সেবনে তায়,
কত ক্লেশ দুঃখ হায় !
পরম নিগ্রহ শেষে অনন্ত যাতনা,
গণিকার মায়া ফাঁদে কভু পা পেত না

———•—•———

প্রবাসীর স্মৃতি।

আবার হৃদয়ে কেন সে সুখ বিকাশ ?
আবার মানসে কেন আশার বিভাস ?
আবার সে সুখ রাশি
দেখা দিল কেন আসি ?
সে সুখ ভাবিলে হয় দুখের সঞ্চার,
জাগিল সে ভাব রাশি হৃদয়ে আবার।

আহা সেই বিনোদিনী রূপের আধার,
সতত সুহাস ধন সম্বল যাহার,
যে চাঁদ মুখের কথা
সতত অমিয় মাথা,
প্রেম প্রীতি সরলতা ভূষণ যাহার,
কোমলতা কান্তি যার মাখান আকার,

সে আমার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি খানি
কোথায় পড়িয়া আছে কিছুই না জানি,
বিরহ অনলে হায়
মনে কত ব্যথা পায়,
সতত আঁখির জলে ভাসে সে আমার,
কোথা আমি কোথা বা সে সকলি আঁধার !

কত দিন সে আমার বলেছিল হায়,
প্রাণধন প্রাণনাথ ছেড়ো না আমায়,
পৃথিবী প্রলয় জলে
কখনও ডুবে গেলে,
তোমায় আমায় সুখে র'ব চিরদিন,
মুহূর্ত্তেরো তরে কভু নাহি হ'ব ভিন।

লতা সম তরুবরে ছিল জড়াইয়া,
বাঁধিয়া এ অভাগারে প্রেম ডোর দিয়া,
কত আশা করেছিল,
কত ভালবেসেছিল,
একে একে লেখা আছে হৃদয়ে আমার,
কোথা আমি কোথা বা সে সকলি আঁধার !

সতৃষ্ণ নয়নে আহা অঙ্কদেশে বসে
কত কথা বলেছিল মৃদু মৃদু ভাষে,
মনে মন মিলাইয়া,
গলে গলা মিশাইয়া,
কত গান গেয়েছিনু কত মত তানে,
মাঝে মাঝে তাল দিত গাঢ় আলিঙ্গনে।

প্রভাতে প্রদোষে মোরা উঠি সৌধোপরি
হেরিতাম প্রকৃতির ছবি কর ধরি ;
সে ভাব এখন হায়
সকলি বিগত প্রায়,
দেখিয়া সুনীলাকাশে তারার মালায়,
কত রসে কত ভাষে বলিত আমায়।

উপবন মাঝে হায় সরোবর নীরে
কত কেলি করেছিনু মোরা ধীরে ধীরে,
কমল কুমুদ তুলে
সাজিয়ে দিতাম গলে,
দুই ফুল দুই কানে গলে মালা দিয়ে,
কেমন সাজাত আহা মন মিলাইয়ে !

করেছিনু কত খেলা কমল তুলিয়া,
না দিতাম যদি তারে, লইত কাড়িয়া ;
একটী করিলে চুরি,
দুইটী কোরক ধরি
'পেয়েছি হারান ধন' বলিনু যেমন,
বলে সে—হারা'ল এক, দুটী ধর কেন ?

জীবনের আশা এবে পতির চরণে
উৎসৃজি, তাহারে স্বধু করেছ আশ্রয়।

পতির কুশলে বালা কুশলিনী হয়ে,
মন সুখে আলাপনে যাপ দিবা রাতি,
বিপদ ঝটিকা কভু সমুদিত হলে,
পতি সহ দুখ ভোগ কর অবিরাম।

প্রাণের মমতা ছাড়ি পতির অত্যয়ে
না পার ছিঁড়িতে কভু প্রেমের বন্ধন,
শুষ্ক মুখী হয়ে কর তাহারে আশ্রয়—
যে দশা পায় লো তব প্রাণ-প্রিয়তম।

পতিরে উৎফুল্ল দেখি প্রফুল্ল অন্তরে
কুসুম কুন্তলে পরি সাজিয়া সুন্দরী,
তরুনি লতিকে ধরি নাথে জড়াইয়া,
অনিমেষে দেখ আহা তাহার বদন !

কুসুম-কুন্তলে লতে, প্রমোদিতা হয়ে
আমোদিত কর সবে সৌরভ বিস্তারে,
মধুর সৌরভ তব বাল্য সহচর—
গন্ধবহ প্রচারণ করে জনে জনে।

বসিয়া চাঁদিনী রাতে প্রেমিক প্রেমিকা
সুশীতল শশিকর সুখে ভোগ করে,
কাল পেয়ে গন্ধবহ তোমার সৌরভ
বিকাশি তাদের কাছে সমাদর পায়।

অনাথা কুলের বালা শোকাকুলা হয়ে
পতিশোকে অবিরাম কাঁদে দিবা রাতি,
তোমার সৌরভ রাশি নাশিকায় পশি
মুহূর্ত্তেকো তরে তার মুগ্ধ করে মন।

আবার কাহারও হৃদি উঠে উথলিয়া
নির্ব্বাপিত বিষাদের লহরী নিচয়ে,
পতি সনে বসি রামা মনের উল্লাসে
পরিমলময় বায়ু করিত সেবন।

চিকুর শোভন তব কুসুম রতনে
বালক বালিকাগণ করিয়া চয়ন,
গলদেশে কবরীতে ধারণ করিয়া,
নিরন্তর ক্রীড়া পর হরষিত মনে।

ফলবতী হলে লতে অবনত মুখে
সন্তানের পরিপুষ্টি করহ সাধন,

ভোগ সুখ অভিলাষ সব পরিহরি
সন্তানের সুমঙ্গল সতত কামনা।

আবার কখন তুমি ঊর্দ্ধমুখী হয়ে
পরমেশে ভাব তাঁর মহিমা ভাবিয়া,
অনন্ত ঈশের শক্তি অনন্ত মহিমা
প্রকট পবিত্র প্রেম প্রেমিকের মনে।



বিদায়।

সখা হে,
প্রাণে কত ভালবাসি কি দিয়া বুঝাব?
পরাণের ব্যাকুলতা কেমনে জানাব?
দিন যায় রাত আসে
আমার হৃদয় সুধু আঁখিনীরে ভাসে।
তোমার বদন চাঁদ নিরখিব ব'লে
প্রাণ সখা ধরি পায়
দাও দেখা প্রাণ যায়;
দিবানিশি ভাসি সদা নয়নের জলে।

প্রাণ-সখা,
ভুলো না রাক্ষসী বলে এই অভাগীরে,
নিবা'ও না প্রেমদীপ হৃদয়মন্দিরে;
একবার দেখ চেয়ে,
একবার প্রাণনাথ
কাছে এসে কথা কয়ে,
দেখে যাও এ অভাগী
তোমা বিনা বেঁচে আছে কতই যাতনা সয়ে।
হয়েছি কঙ্কাল-সার রোগ শোকে হায়!
জনমের মত নাথ মাগিছে বিদায়!

হ'ওনা হ'ওনা সখা পাষাণ হৃদয়!
একবার দেখে যাও অন্তিম সময়;
হায় আমি পাষাণী রাক্ষসী!
কিন্তু মনে কত ভাল বাসি,
দিয়াছি কতই ক্লেশ কতই যাতনা,
তা বলে অন্তিম কালে
দয়া করে দেখা দিতে করো না বঞ্চনা।

তুমি নাথ সরল হৃদয়;
মজাইতে তোমা চাঁদ,
এ তারা পাতিল ফাঁদ,

মায়াবিনী বসে থাকে চাহি সুসময়,
দিন নাই ক্ষণ নাই,
আশা—ঐ চাঁদ পাই ;
অবশেষে হলো যবে বাসনা পূরণ,
বাদ সাধি বাঁধিলাম ও রাঙ্গা চরণ।

সখা হে তোমায়
করিয়াছি পথের ভিখারী ;
থাকি আমি রাজভোগে উচ্চ সৌধপরি ;
দিবে কি না পদাশ্রয়—সুধু সেই ভয়ে,
তোমারে করেছি দোষী নিদারুণ হয়ে।
হায়রে আমার
বিবিধ অমৃত রসে রসনা রসিছে,
নাথ হে তোমার
ক্ষুধায় আঁখি জলে হৃদয় ভাসিছে।

রাক্ষসীর সম মায়া করেছি বিস্তার,
তবে কেন রাক্ষসী হইয়া
বাসনা—দেবের সনে প্রেমের সঞ্চার ?
ছিলে যবে দেবের সমান,
কত মতে ভুলালাম পাপ প্রলোভনে ;

ছাড়ালাম গৃহবাস,
পরালাম জীর্ণবাস
ভিজালাম আঁখিনীরে মলিন বসনে,
হা ধিক্ আমার এই পিশাচী জীবনে !

নাথ,
কি কষ্ট হৃদয়ে মম কেমনে জানাব ?
এত সুখে কিবা সুখ কেমনে দেখাব ?
কোমল শয়ন কণ্টকময়,
অমৃত অশন গরলময় ;
বাসনা—আর না থাকি ভবনে,
সুধু হে ভ্রমি হে তোমারি সনে।

সখা হে,
রসনার তৃপ্তিকর খাদ্য যবে পাই,
কেবল নয়ননীরে হৃদয় ভাসাই,
সুকোমল সুন্দর শয়নে
বাড়ে হৃদয়ের জ্বালা ;
নিবাইতে তায়—
পড়ে থাকি সুশীতল মৃত্তিকা আসনে।
তোমার চরণে মাখা ধূলিরাশি লয়ে,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা মাখিয়ে হৃদয়ে।

ফেলিয়া দিয়াছি যত রত্ন অলঙ্কার,
বাঁধিয়াছি জটাজাল চামর চিকুরে,
ধূলি মাখি দূর করি রূপের বিস্তার,
জীর্ণবাসে ঢেকে রাখি এ পাপ শরীরে।
নখাঘাতে কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করি,
তোমার বিরহে নাথ
সদাই বাসনা—পাপ প্রাণ পরিহরি।

সখা হে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি যত সুন্দর বসন,
ভেঙ্গেছি ললাটদেশ হানিয়া কঙ্কণ;
সুধু কুলমান ভয়ে—লুকাইতে ক্ষত স্থান,
লুকাইতে ছিন্ন বাস,
লুকাইতে শোকশ্বাস,
কত মতে তারে কত করেছি ছলন।
সখা হে তোমার তরে
পায়ে ধরে কত তার করেছি সাধনা,
জানিয়েছি বিনা সেই, অন্যজনে জানিনা।
জীবন সঁপেছি যার পায়,
কেন বল কুল মান
বেঁধে রাখে শূন্য প্রাণ?

নাথ বলে সম্বোধিতে কেন ভয় পাই ?
কেন বা প্রাণের জ্বালা প্রাণেতে নিবাই ?
বড়ই সরম সখা হইতেছে মনে;
প্রাণনাথ বলে ডাকি তোমায় কেমনে ?

কি বলিয়া সম্বোধিব হে সখা তোমায় ?
বাৎসল্যের সরলতা
পতিপ্রেম কোমলতা
সতত মাখান আছে যে মধু কথায়,
কোথা পাব তায় ?
কি বলিয়া সম্ভাষিল তারা চন্দ্রমায় ?
বাহিরে বাৎসল্য ভাব কত দেখায়েছি,
অন্তরে পতির সম সদাই পূজেছি।

সুখ আছে বা কোথায় ?
সৌধগৃহ রম্য স্থান,
সুরলোকে সুধা পান,
রত্নমালা বিভূষণ, সুগন্ধি লেপন,
সুখ নাহিক তথায়,
সুখ লুঠে তব পায়।

তাপিত হৃদয়ে যদি ওই পদ পাই,
অতুল স্বর্গের সুখ কভু নাহি চাই।

কি লজ্জা ! কেমনে হায়
পাষাণহৃদয় বলি তোমা হেন জনে !
যিনি সরলতা ময়,
কোমলতা যার হৃদি অলঙ্কার,
কেমনে তাহারে বলি পাষাণহৃদয় !
সহিয়াছ কত দুঃখরাশি,
গিয়াছে সে চাঁদ বদনের হাসি,
সহে যে এতই ক্লেশ সে কি শিলা নয় ?
দাও নাথ প্রতিশোধ সুখী হব মনে।

কুসুম সুগন্ধরাশি পশি নাসিকায়,
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন করেছে আমায় !
সেই সে বসিয়া তুমি,
তোমার চরণে আমি
বসিয়া ফুলের-ঘ্রাণে মোহিয়াছি প্রাণ,
সেই সে মধুর ভাষে জুড়ায়েছি কান ;
মনে হলে সেই ভাব,
সেই কথা মধু মাখা;

সেই মিটি মিটি দেখা,
হৃদয় জ্বলিয়া যায় বিষাদ দহনে ;
বল জুড়াই কেমনে ?

নাথ একিহে দেখিহে !
কেন চাঁদ রক্তময় !
ওই আসে গ্রাসিতে আমায় !
কেন করে অনল বর্ষণ !
জ্বলে গেল প্রাণ, নাথ কর নিবারণ
ওকি সেই শশী ?
তোমায় আমায় যবে ছিলাম্ বসিয়া,
তুষিত সতত যেই শীত কর দিয়া !

আগুন ! আগুন ! সখা, সকলি আগুন !
ওই যে অনিল বয়,
ওই যে আলোক রয়,
ওই যে জ্ঞানের ছায়া সকলি আগুন !
তিমিরে স্নিগ্ধতা আছে,
অজ্ঞানে শীততা আছে,
করুক এ পাপ প্রাণ তিমির আশ্রয় !
হউক এ পোড়া প্রাণ অজ্ঞানতা ময় !

বিলম্ব নাহিক আর হয়েছে সময় !
একবার প্রাণনাথ হওহে সদয় ;
একবার কাছে নিয়ে,
চরণের ধূলি দিয়ে,
একবার ম্লানমুখে হেসে কথা কও,
একবার সখী বলে কোলে তুলে লও ;
রোগে শোকে হয়েছি অবশা,
একবার দেখে যাও দশা ;
চলিতে শকতি নাই, চোকে না দেখিতে পাই,
মুখে নাহি সরে ভাষ, মৃদু মৃদু বহে শ্বাস ;
এজনমে চলিলাম ছাড়িয়া তোমায় !
জনমের মত নাথ দাওহে বিদায় !

ভেবেছিনু চিরদিন তোমায় আমায়
থাকিব এ ভবধামে চিরসুখী হয়ে,
দুঃখের ভ্রূকুটী কভু ফেলিতে না দিব
তোমার সে সুকুমার সরল হৃদয়ে ;
কত আশা প্রাণে বেঁধেছিনু,
কত দিন মনে ভেবে ছিনু,
চিরদাসী হয়ে পদ সেবিব তোমার,
দাসী বলে সমাদর করিবে আমার।

সে আশা ডুবিল সব যমের উদরে !
চলিলাম মহাপথে চিরদিন তরে।

অন্তিমের এই নিবেদন –
যাই আমি ছাড়িয়া ভুবন,
ছাড়িয়া জীবন তোমাধন ;
ফেলোনা ফেলোনা নীর কমল নয়নে,
দিওনা দিওনা ব্যথা ও সরল মনে।
আবার জনম যদি হয়,
যেন পতি পাই তোমায় সে সময় ;
আবার আনন্দে জীবন ভাসাব,
আবার প্রেমেতে পরাণ মাতাব !



প্রেম সঙ্গীত।

(প্রিয়ে) কেনরে দাও আশা জ্বালাতে ?
(যদি) না পার বিরহানল বল নিবাতে।
প্রতীচী ললাটে ঘন সঞ্চরে,
আমোদী চাতক কত অন্তরে,
উড়িল ঘন সে, চাতকে কাঁদাতে।
যখন এসোরে নয়ন পথে,
পলাও তখনি, বিরহ মথে,
দারুণ যাতনা পারি না সহিতে।
অবলা সরলা তোমারে বলে,
তুমি প্রাণসখি পূর্ণা গরলে,
আমিরে চাইরে চাওনা চাইতে।
সুধুরে নয়নে হেরিব তোরে,
আর না বাসনা মম অন্তরে,
দেখা'ও বদন অভাগা জুড়াতে।

